৩.৪ : ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

"ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে গত ১১/০৪/২০১৭ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর আয়োজন করা হয়। উক্ত (FGD) সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ডের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ। "ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকলের ধারনা ও মতামত নেওয়া হয়। উক্ত ওয়ার্ডদ্বয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় আলোচনা মোতাবেক এলাকাবাসী পানি নিষ্কাশনের জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতা করবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। (FGD) সভার কিছু স্থির চিত্র ছবি-০৫ থেকে ছবি-০৯ এ দেখানো হয়েছে। (FGD) প্রতিবেদন ও উপস্থিতি পরিশিষ্ট "খ" তে সংযোজন করা হয়েছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর চিত্র

ছবি ০৫: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ছবি ০৬: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ছবি ০৭: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ছবি ০৮: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ছবি ০৯: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

চতুর্থ অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.১ সূচনা

সিলেট সিটির ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থা যাচাই এবং ওয়ার্ডসমূহের ড্রেন/ছড়ার গতিপথ নির্ণয়, খাল ও ছড়ার উপর অবৈধ ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং জলাবদ্ধতার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে এলাকার জনগনের উপর জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। জরিপ কার্য হতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.২ পারিবারিক মাসিক আয়

উত্তরদাতার পারিবারিক মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, বেশীরভাগ অর্থাৎ ৪৫.৭৫% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের মাসিক আয় ২৫,০০১-৪০,০০০ টাকার মধ্যে। ৮.৪৯% উত্তরদাতার মাসিক আয় ৪০,০০০ টাকার উপরে। ১০০০১-২৫০০০ টাকা আয় হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৮.২১% এবং ৭.৫৫% জানিয়েছেন মাসিক আয় ৫০০১-১০,০০০ টাকা।

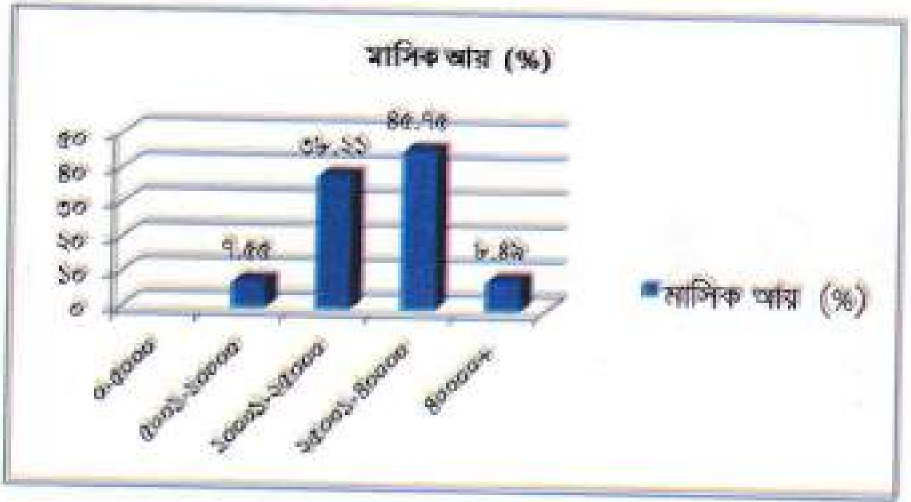

চিত্র ০১: পরিবারের মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

৪.৩ পারিবারিক মাসিক ব্যয়

উত্তরদাতার পারিবারিক মাসিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ৫০০১-১০,০০০ টাকার মধ্যে ব্যয় করে এমন পরিবারের সংখ্যা ৭.০৮%। ২৫০০১- ৪০০০০ টাকা মাসিক ব্যয় করে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যার শতকরা হার ৪৬.২৩%। ৩৮.৬৭% পরিবার রয়েছে যাদের মাসিক ব্যয় ১০,০০১-২৫,০০০ টাকার মধ্যে। মাসে ৪০০০০ টাকার উর্ধে ব্যয় করেন এমন পরিবারের সংখ্যা ৮.০২%।

চিত্র ০২: পরিবারের মাসিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

৪.৪ আবাসন বাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য

আবাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলী জানার জন্য বাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের ৫৬.৬০% উত্তরদাতা জানান যে, তারা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন, ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার কারণে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। ৪৩.৪০% জানান যে তারা নিজ বাড়িতে বসবাস করেন।

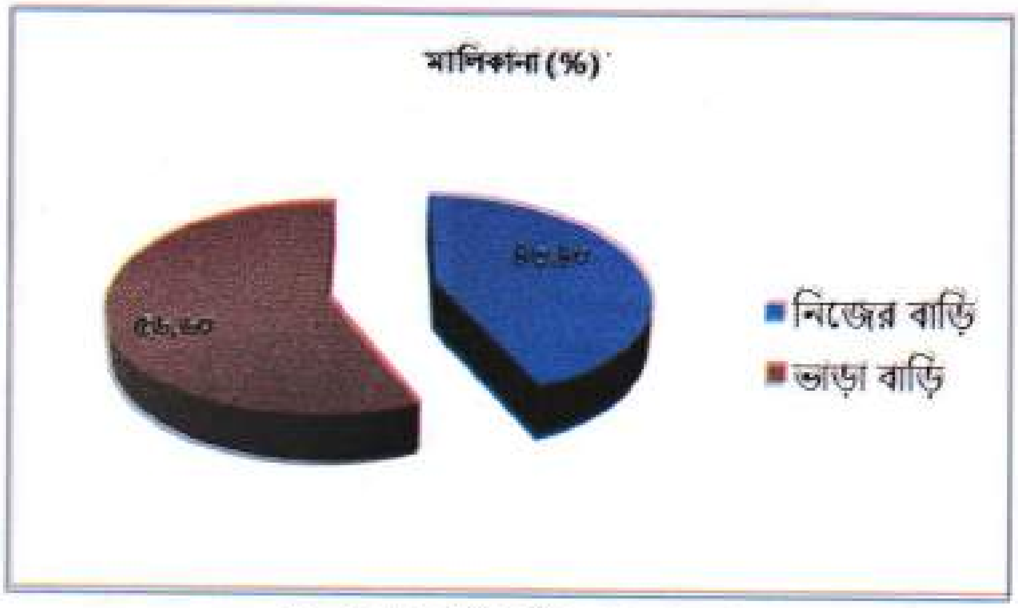

চিত্র ০৩: আবাসন/বাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যঃ

৪.৫ পরিবারের ধরণ

গবেষণালব্ধ এলাকার পরিবারের ধরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বেশীরভাগ অর্থাৎ ৮১.১৩% একক পরিবার এবং যৌথ পরিবারের সংখ্যা ১৮.৮৭%।

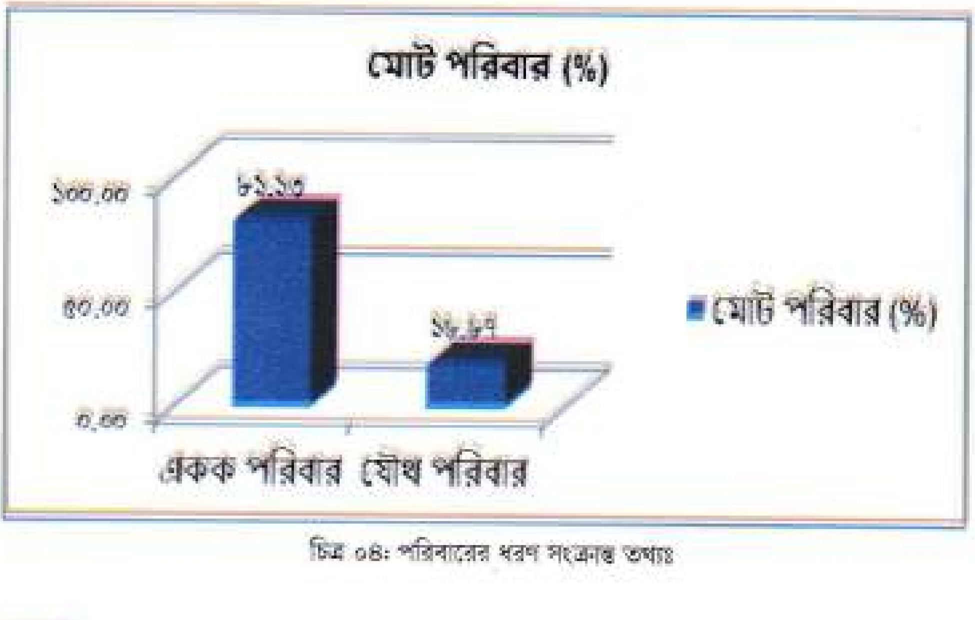

চিত্র ০৪: পরিবারের ধরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

৪.৬ খানা প্রধানের জন্মস্থান

আর্থ সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ৪৩.৪০% জানান যে, তাদের জন্মস্থান এই শহরে। উত্তরদাতার বেশীরভাগ অর্থাৎ ৫৬.৬০% জানান যে চাকুরী ও জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা এই শহরে অবস্থান করেছেন।

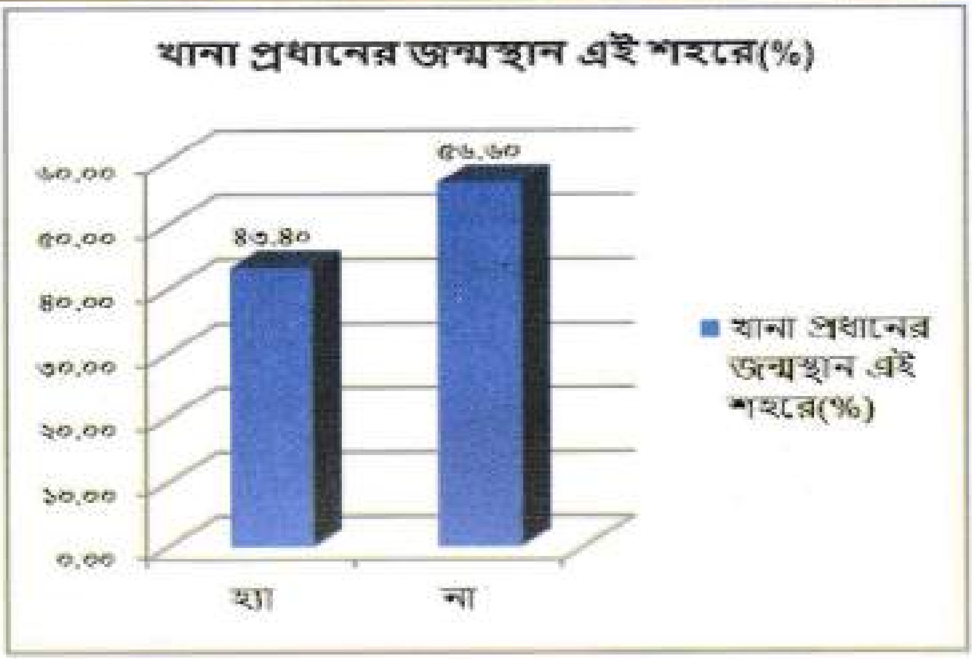

চিত্র ০৫: খানা প্রধানের জন্মস্থান সংক্রান্ত

৪.৭ নাগরিক সেবাসমূহ

৪.৭.১ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

জন-উপযোগীমূলক নাগরিক সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে প্রায় ৯৪.৮১% জানান যে উক্ত ওয়ার্ড এর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভাল। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫.১৯% উত্তরদাতা জানান যে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল।

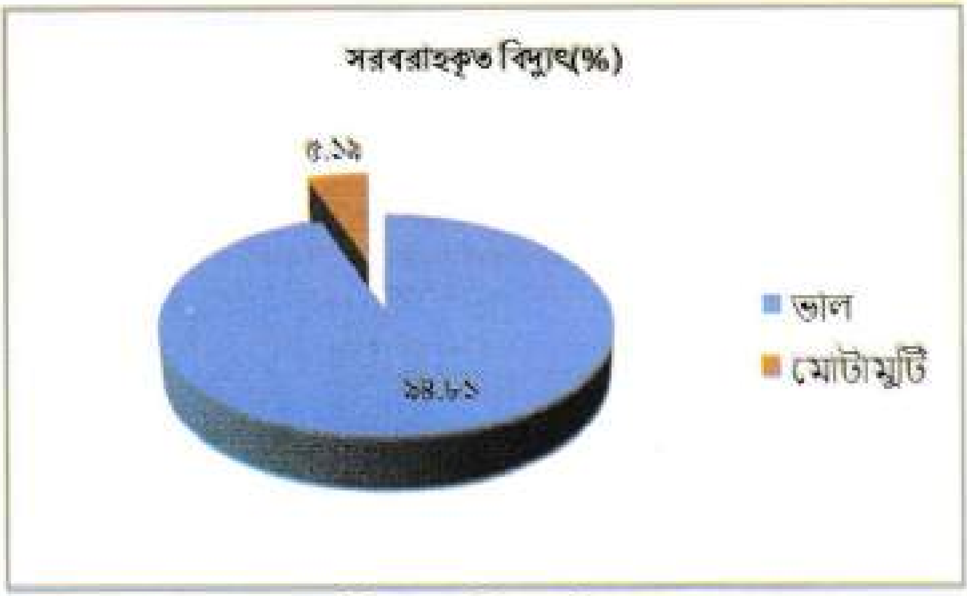

চিত্র ০৬: নাগরিক সেবা বিদ্যুৎ

৪.৭.২ গৃহস্থালী রান্নাঘরের বর্জ্য

আর্থ সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ৮১.৬০% উত্তরদাতাই অবগত করেছেন যে ডাষ্টবিনেই গৃহস্থালীর রান্নাঘরের বর্জ্য ফেলে থাকেন। ১৮.৪০% জানিয়েছেন ডাষ্টবিন না থাকার কারণে তারা খোলা যায়গায় ও ড্রেনে গৃহস্থালীর রান্নাঘরের বর্জ্য ফেলে থাকেন।

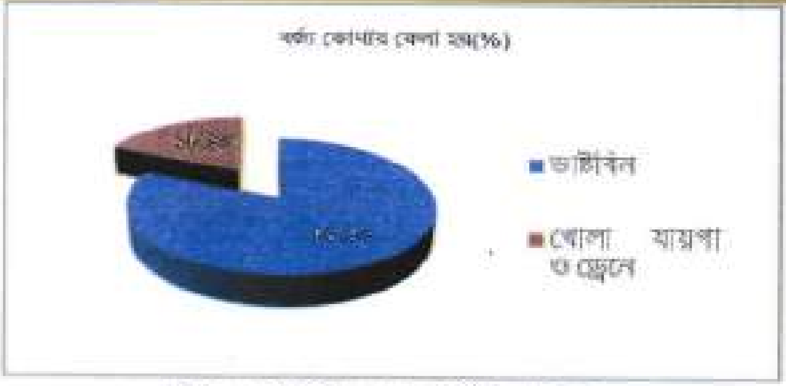

চিত্র ০৭: গৃহস্থালী রান্নাঘরের বর্জ্য ফেলার স্থান

৪.৭.৩ সরবরাহকৃত পানি

আর্থ সামাজিক জরিপ অনুযায়ী অতিবৃষ্টি বা জলাবদ্ধতার সময় সরবরাহকৃত পানি ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতার বেশীরভাগ অর্থাৎ ৯১.৫১% জানান যে, গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সিলেট সিটি কর্পোরেশন হতে সরবরাহকৃত পানির মান মোটামুটি, অনেকসময় পানিতে ময়লা ও আয়রন থাকে। উত্তরদাতার ৮.৪৯% জানান যে, তাদের ঘরে সরবরাহকৃত পানির ব্যবস্থা ভাল।

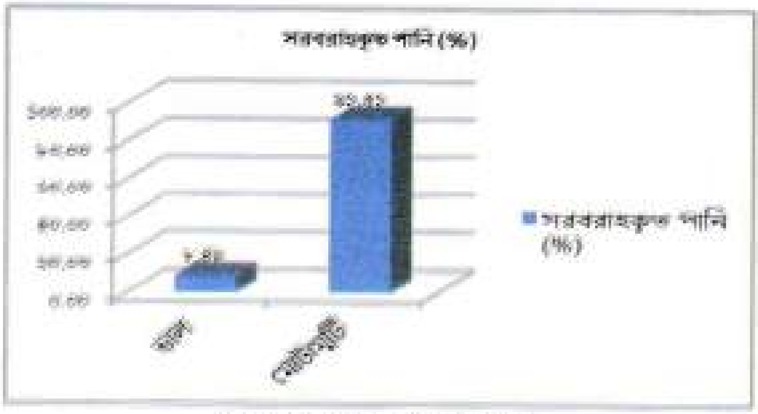

চিত্র ০৮: সরবরাহকৃত পানির মান

৪.৭.৪ সরবরাহকৃত গ্যাস

জলাবদ্ধতার সময় বা বন্যার সময় গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সরবরাহকৃত গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে উত্তরদাতার বেশীরভাগ অর্থাৎ ৯৭.১৭% জানান যে সরবরাহকৃত গ্যাস ভাল। উত্তরদাতার ২.৮৩% জানান সরবরাহকৃত গ্যাস মোটামুটি। গ্যাসের ব্যবস্থা খুব খারাপ এবং গ্যাসের সুবিধা নেই এরকম কেউ জানাননি। সবসময় গ্যাসের প্রো ভাল থাকে মর্মে উত্তরদাতারা অবহিত করেছেন।

চিত্র ০৯: সরবরাহকৃত গ্যাসের মান

৪.৮ বৈবাহিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিবাহিতদের শতকরা হার ৬৬.৪৮ এবং অবিবাহিতাদের শতকরা হার ৩২.০৯%। এছাড়া বিধবা ১.৪৩% অত্র এলাকায় বসবাসরত রয়েছেন।

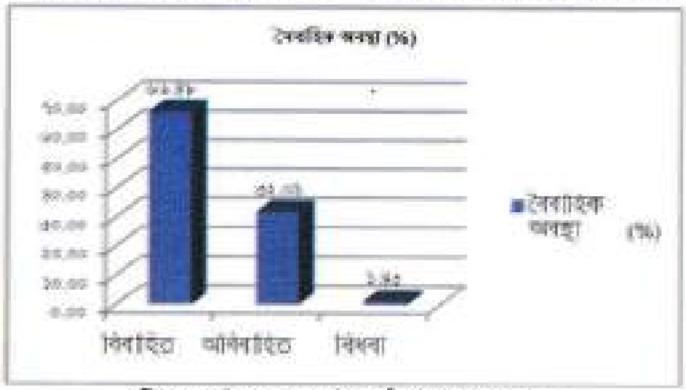

চিত্র ১০: উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত

৪.৯ জলাবদ্ধতার কারণে সমস্যা

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড থেকে সংগৃহীত উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণে জলাবদ্ধতার কারণে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার জবাবে উত্তরদাতারা জানান যে, বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ৬.৪৫%, পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় ১০.৭৫% এবং যানচলাচলের সমস্যা হয় ৭৫.২৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন।

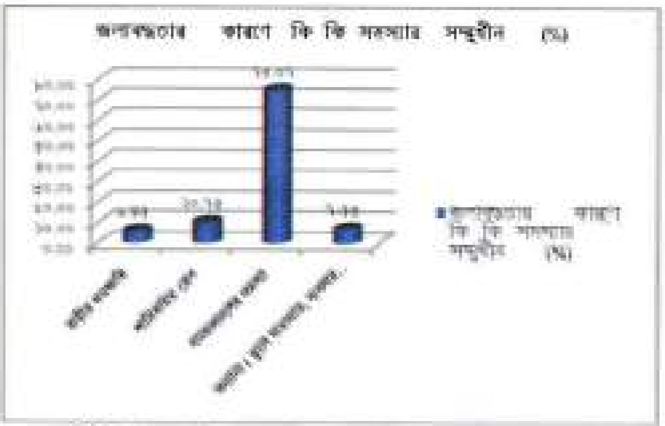

চিত্র ১১: এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে সমস্যা সংক্রান্ত

৪.১০ বন্যা সংক্রান্ত তথ্য

আর্থ সামাজিক জরিপে উত্তরদাতার তথ্য অনুযায়ী ৮১.১৩% উত্তরদাতা জানান যে, প্রতিবছরেই কমবেশী বন্যা হয়ে থাকে।

চিত্র ১২: বন্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

৪.১১ জলাবদ্ধতার সময়

আর্থ-সামাজিক জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে এবং ১০০% উত্তরদাতাই জানান বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে। এ সময়ের আগে ড্রেন ও ছড়া খনন পরিষ্কার করলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

চিত্র ১৩: জলাবদ্ধতার সময়

৪.১২ ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন এর পানি ধারন ক্ষমতা কমে গেছে কিনা

আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, ৯৮.৫৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেনের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে এবং ১.৪২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পুকুর/জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা কমেনি।

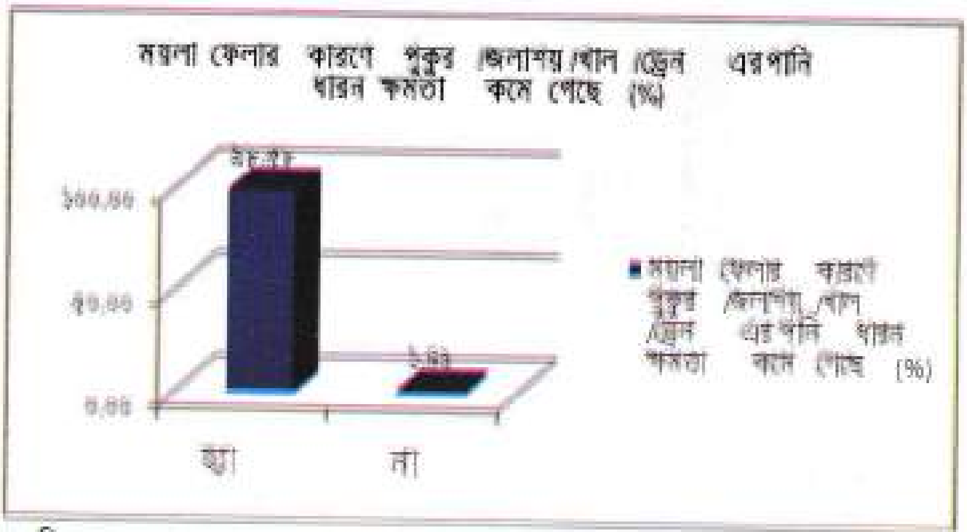

চিত্র ১৪: ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন এর পানি ধারণ ক্ষমতা কমার পরিমাণ

৪.১৩ জলাবদ্ধতার স্থায়ীত্ব

আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের তথ্য যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৫০.৬০% উত্তরদাতা জানান অত্র এলাকায় জলাবদ্ধতা ১-২ দিন স্থায়ী হয়, ৩-৪ দিন স্থায়ী হয় বলেছেন ১৬.৮৭% উত্তরদাতা এবং ৪-৮ দিন স্থায়ী হয় বলে ৩২.৫৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন।

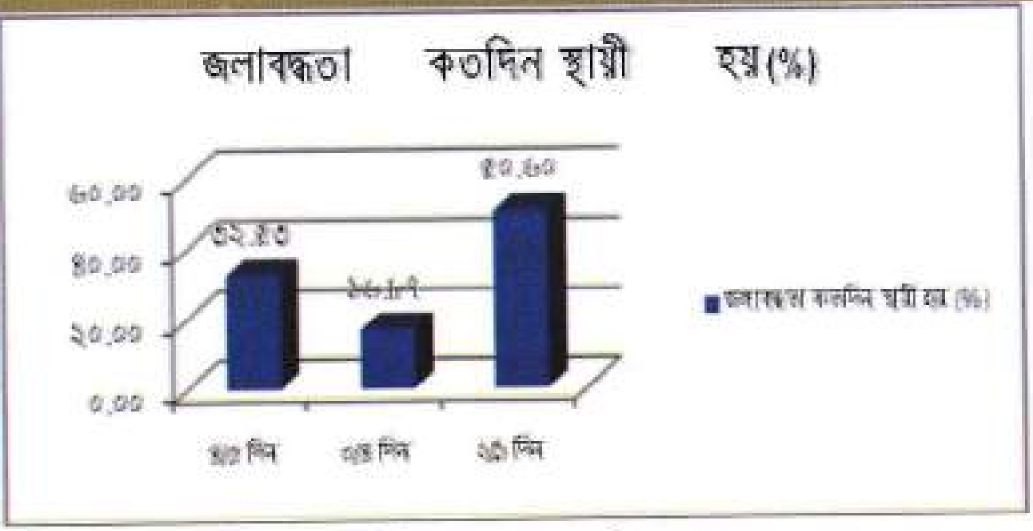

চিত্র ১৫: জলাবদ্ধতার স্থায়ীত্ব

৪.১৪ জলাবদ্ধতার কারণ

আর্থ-সামাজিক জরিপে জলাবদ্ধতার কারণ হিসেবে প্রশ্ন করা হলে খাল/ছড়াসমুহের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই বলেছেন ৫৫.৪২% উত্তরদাতা। তথ্য বিশ্লেষণ করে জলাবদ্ধতার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে জানিয়েছেন ১৯.২৮% উত্তরদাতা। নিচু এলাকা হিসেবে মতামত দেন ১৪.৪৬% উত্তরদাতা। বন্যার কারণে জলাবদ্ধতা হয় মতামত দিয়েছেন ৭.২৩% উত্তরদাতা। ৩.৬১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ময়লার স্তুপ জমার কারণে সঠিক পানি নিষ্কাশন হতে পারে না ফলে জলাবদ্ধাতা হয়ে থাকে।

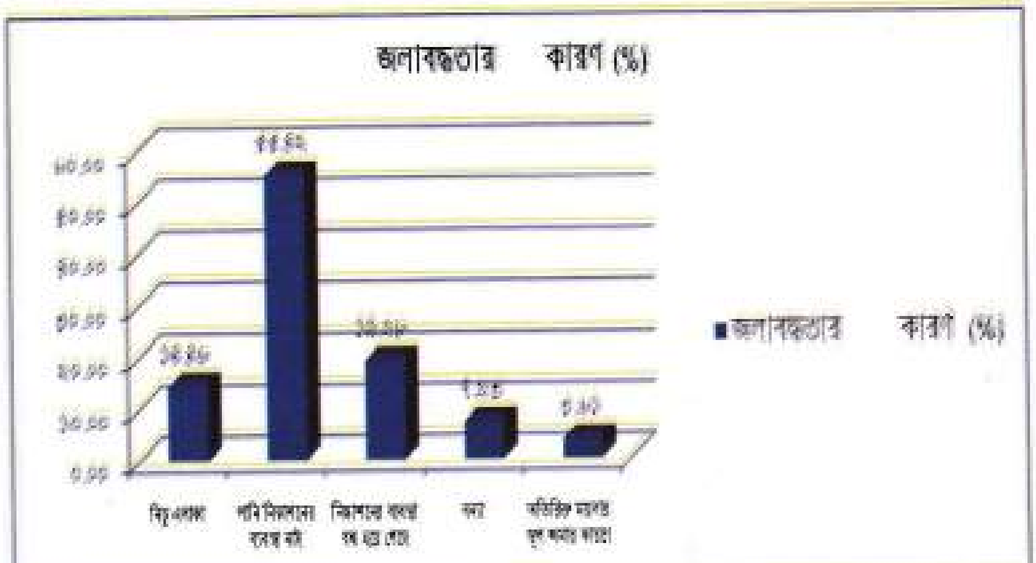

চিত্র ১৬: জলাবদ্ধতার কারণ

৪.১৫ শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যা

আর্থ সামাজিক জরিপে এলাকাবাসীদেরকে শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে, শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যার মধ্যে ড্রেনের সমস্যার কথা বলেছেন ১৩.১৬% উত্তরদাতা, জলাবদ্ধতা বলেছেন ১১.৩৩%, নিয়মিত ডাষ্টবিন পরিষ্কার না করা বলেছেন ১৩.০৭%, ময়লার স্তুপ জমে ড্রেন বন্ধ হওয়ার কথা বলেছেন ১৫.৫৪% উত্তরদাতা, ডাস্টবিন সংকট বলেছেন ১৯.৩৮% উত্তরদাতা, পানির সমস্যা বলেছেন ৭.০৪ % উত্তরদাতা, যানজট সমস্যা বলেছেন ৬.৪০% উত্তরদাতা, সচেতনতার অভাব বলেছেন ৩.৯৩%, ড্রেনের সংখ্যা কম বলেছেন ৬.০৩% উত্তরদাতা খেলার মাঠ নেই বলেছেন ০.৭৩% এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব বলেছেন ১.১৯% উত্তরদাতা।

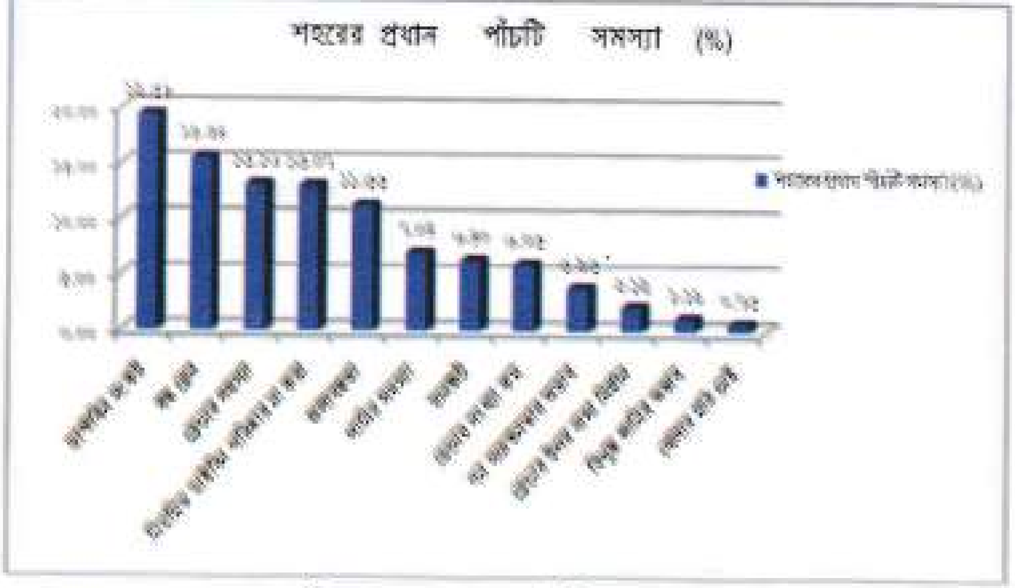

চিত্র ১৭: শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যার গ্রাফ

৪.১৬ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে কারণ

পানি নিষ্কাশণ ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার বিষয়ে এলাকাবাসীদের প্রশ্ন করা হলে, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে তার কারণ হিসেবে ড্রেন/খালের উপর অতিরিক্ত ময়লা ফেলার কথা জানিয়েছেন ৫১.৮১% উত্তরদাতা এবং খালের উপর বাড়ি নির্মাণের কথা বলেছেন ৯.৬৪% উত্তরদাতা। প্রাকৃতিকভাবে পানি শুকিয়ে খাল বন্ধ হয়ে গেছে জানান ৩২.৫৩% উত্তরদাতা, গ্যাস/পানি/বিদ্যুতের লাইন খালের উপর দিয়ে যাওয়ার কথা ৬.০২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন।

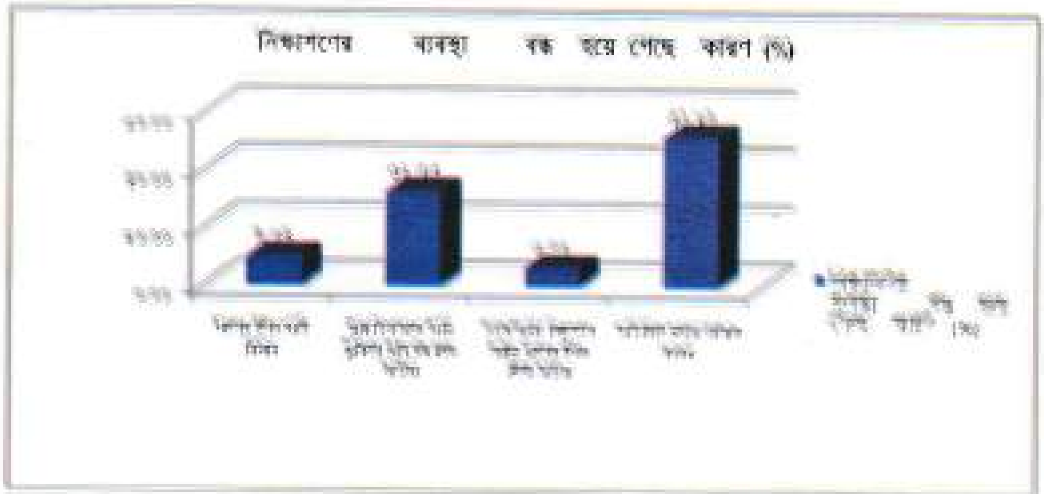

চিত্র ১৮: নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার কারণ

৫.১ আর্থ সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত সমস্যাসমূহ

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত সমস্যাসমূহের মধ্যে থেকে দেখা যায় যে, অত্র ওয়ার্ডদ্বয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসরত মানুষের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষই ব্যবসার সাথে জড়িত। জলাবদ্ধতার কারণ হিসেবে জরিপের প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, খোলা যায়গা, ড্রেন এবং ছড়ার মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলে থাকে, ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেনের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। জরিপে ৫৫.৪২% উত্তরদাতা জানান সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নাই বলে এই জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে। ১৩.৭% উত্তরদাতা জানান যে, নিয়মিত ডাস্টবিন পরিষ্কার না করার কারণে মানুষ অন্যত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে থাকে এছাড়া ড্রেন ও ছড়ার পাশে অবৈধ স্থাপনা তৈরী, ছড়ার গভীরতা বৃদ্ধি না করা, পানি নিষ্কাশনের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। তবে প্রতিবছর অত্র এলাকায় কমবেশী জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে এবং তা সাধারণত ২-৩ দিন স্থায়ী হয়ে থাকে। অত্র ওয়ার্ডদ্বয়ে যখন জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে তখন যানচলাচলে সমস্যা, পানিবাহিত জীবানুর আক্রমণ, দূষিত পানি পান করাসহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫.২ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) হতে প্রাপ্ত সমস্যাসমূহের সুপারিশমালা

গবেষণা কাজের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং ওয়ার্ডে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার জনগণ উপস্থিত হয়ে এলাকার বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

উক্ত (FGD) হতে এলাকাবাসী জলাবদ্ধতা নিরসনের যে সুপারিশমালা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলোঃ ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ও পলিথিন ফেলা বন্ধ করা, নিয়মিত ড্রেন ও ছড়া পরিষ্কার করা, ড্রেনের উপর স্ল্যাব নির্মাণ করা, ড্রেন ও ছড়ার উপরের অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা ও দখলমুক্ত করা, ড্রেন ও ছড়ার গভীরতা বৃদ্ধির জন্য ছড়াসমূহ পুনঃখনন অব্যাহত রাখা, ড্রেনের ভেতর দিয়ে গ্যাস ও পানির লাইন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ড্রেনের গতিপথ সচল রাখা, অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তৈরী না করা, পর্যাপ্ত ডাস্টবিন নির্মাণ করা, বর্ষার আগে ড্রেন ও ছড়া ভালভাবে পরিষ্কার করা যাতে বর্ষার পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে বিভিন্নভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা, এমনকি গণসচেতনতা মূলক বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা।

৫.৩ সুপারিশমালা

গবেষণা কাজের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসনের সুপারিশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. ড্রেনে ময়লা আবর্জনা না ফেলার জন্য জনপ্রতিনিধি বা বিভিন্ন উপায়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি

২. ছড়া খনন ও দখলমুক্ত করা।

৩. ড্রেন সংস্কার ও ড্রেনের উপর স্ল্যাব স্থাপন করা।

৪. মালিকপক্ষকে ডাস্টবিন ব্যবহার করতে উৎসাহী করা

৫. ছড়ার দুপাশ দিয়ে গার্ড ওয়াল ও ফুটওয়ে নির্মাণ করা।

৬. পর্যাপ্ত ডাষ্টবিন নির্মাণ করা।

৭. ড্রেন ও ছড়ার গভীরতা বৃদ্ধি করা।

৮. বর্ষার আগে ড্রেন ও ছড়া ভালভাবে পরিষ্কার করা।

৯. ড্রেনের ভেতর দিয়ে গ্যাস ও পানির লাইন স্থাপন না করা।

১০. সচেতনতা মূলক বিভিন্ন উপকরন বিতরণ করা।

১১. বিল্ডিং কোড মেনে বিল্ডিং তৈরী করা।

১২. জলাশয় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ করা।

৫.৪. উপসংহার

এই গবেষণ কাজের মাধ্যমে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতার কারণ এবং এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণ এলাকার প্রাকৃতিক খাল/ছড়ার উপর অবৈধ বসতিস্থাপন এবং গৃহস্থালির বর্জ্য ফেলে এর গতিপথ বন্ধ করা হয়েছে। যা গবেষণ কাজের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এবং সরেজমিনে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে যা এলাকার জলাবদ্ধতা রোধে সুফল বয়ে আনবে এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে এলাকার জনগনসহ সিলেটবাসী উপকৃত হবে।

অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA এর প্রতিবেদন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট।

বিষয়: গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে আয়োজিত অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA এর প্রতিবেদন।

স্থান : ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

তারিখ : ২৭-০৩-২০১৭

সময়: সকাল ১০,০০ ঘটিকা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ২৭/০৩/২০১৭ তারিখ সকাল ১০,০০ ঘটিকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট এ অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA) সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত (PRA) সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ওয়ার্ড সচিব এবং ওয়ার্ডের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষসহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সিনিয়র প্ল্যানার জনাব মাহমুদ হোসেন (PRA) আয়োজনের উদ্দেশ্য উপস্থিত সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার অনুরোধ জনান।

জনাব ছয়ফুল আমিন বাকের, ১৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তার বক্তব্যে অত্র ওয়ার্ডের ড্রেনের উপর ও ছড়ার পাশে নির্মিতব্য অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ১৫ নং ওয়ার্ডের উপর দিয়ে ৫,১৬,১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ডের সকল পানি বের হওয়ার কারণে বছরে অন্তত ২০-২২ দিন পানি বদ্ধ থাকে। তিনি তার বক্তব্যে ছড়া ও জলাশয় দখলমুক্ত করার কথা উল্লেখ করেন।

জনাব আব্দুস সামাদ, ১৫ নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তার বক্তব্যে জন-অসচেতনতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং ডাস্টবিন ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া তিনি তার বক্তব্যে ওয়ার্ডে অবস্থিত গোয়ালী ছড়া, যোগণী ছড়া, হুগলী ছড়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন গোয়ালী ছড়া দিয়ে ওয়ার্ডের অধিকাংশ পানি নিষ্কাশন হয়ে থাকে। তিনি তার বক্তব্যে উক্ত ছড়াগুলি খনন এবং ছড়ার পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষনের কথা উল্লেখ করেন।

জনাব আশরাফুল হক চৌধুরী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী/ওয়ার্ড প্ল্যানার তার বক্তব্যে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ছড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলেন। লালবাজার, পুরানলেন, মধুবনের পেছনের ড্রেনের সমস্যার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন যে, জলাবদ্ধতার সময় পানিবাহিত রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিকল্পিত স্যানিটারি ব্যবস্থা জরুরী এবং যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে।

১৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাচ্চু দাস তার বক্তব্যে প্রধান ছড়াগুলি খনন করার কথা বলেন এবং ড্রেনের উপর স্ল্যাব দেয়া, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার, ড্রেনে ময়লা আবর্জনা রাস্তায় না রেখে দ্রুত্বে অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং আবর্জনা অপসারণের জন্য ভ্যানের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেন।

১৬নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট সমাজসেবক, জনাব মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে, জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যাপারে জনগনকে পথনাটকের ব্যবস্থা করা, বিলবোর্ডের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, জনপ্রতিনিধি দ্বারা ড্রেন ও ছড়ায় ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ছড়া ও জলাশয় দখলমুক্ত করে খনন করানো, যাহাতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহজ হয়।

জনাব সুধন আলমিত (সুজন) ১৫নং ওয়ার্ড সচিব তার বক্তব্যে বলেন যতরপুর, বারুতখানা, চালিবন্দর, সোবানীঘাট, জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা। এছাড়া তিনি ড্রেন ও ছড়ার গভীরতা কমসহ ময়লা আবর্জনা ও পলিথিন ড্রেনে ফেলার কারণে ড্রেন বন্ধ হয়ে পানি সঠিকভাবে নিষ্কাশন হতে পারে না বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

জনাব আলমগীর হোসেন ১৬নং ওয়ার্ড সচিব তার বক্তব্যে বাড়ির মালিকদের অসচেতনতার কথা বলেন। তিনি বলেন ড্রেনের উপর বিল্ডিং তৈরী, ড্রেনে ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ফেলা ও ছড়ার উপর বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। ড্রেন সংস্কার, গভীরতা বৃদ্ধি ও প্রশস্তকরণসহ অন্যান্য সমস্যার কথা বলেন। তিনি বলেন ড্রেনের ভেতর দিয়ে পানি ও গ্যাসের লাইন থাকায় অনেক সময় পানির পাইপ ছিদ্রের কারণে ময়লা ও গন্ধযুক্ত পানি ব্যবহার করতে হয়। তিনি ১৬নং ওয়ার্ড এর তাতীপাড়া, হাওয়াপাড়া, সওদাগর টুলা এবং, কান্দাউরা জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা বলে উল্লেখ করেন।

উপরোক্ত আলোচনায় এলাকাবাসী যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল:

১. জলাবদ্ধতা নিরসন করা।

২. অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।

৩. জনসচেতনতা তৈরী করা।

৪. ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ও পলিথিন ফেলা বন্ধ করা।

৫. ড্রেন সংস্কার করা।

৬. মালিকপক্ষকে ডাষ্টবিন ব্যবহার করতে উৎসাহী করা।

৭. ছড়া খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।

৮. নিয়মিত ড্রেন ও ছড়া পরিষ্কার করা।

৯. ড্রেনের ভেতর দিয়ে গ্যাস ও পানির লাইন স্থাপন না করা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন , ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ গবেষনা কার্যক্রমের ২৭-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহন মূলক আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের হাজিরা তালিকাঃ

ক্র: নং:	নাম, ঠিকানা,	পেশা ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	মো: [illegible]	01713570568 20 নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর	[illegible]
২	নেসাম উদ্দিন শিক্ষক	01715699666	[illegible]
৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪	[illegible]	01711360627	[illegible]
৫	আব্দুল ওহাব	01712386138	[illegible]
৬	[illegible]	01754661933	[illegible]
৭	[illegible]	01718422450	[illegible]
৮	[illegible]	01715035757	[illegible]
৯	মো: [illegible]	01671890231 W/15-16	[illegible]

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফ্লুয়েন্স অব ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন , ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ গবেষনা কার্যক্রমের ২৭-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহন মূলক আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের হাজিরা তালিকাঃ

ক্র: নং	নাম, ঠিকানা,	পেশা ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১০	বাচ্চু দাস	01716387055	Bachchu Das
১১	[illegible] চৌধুরী	[illegible] S.C.C 01912463582	[illegible]
১২	[illegible] রহমান	[illegible]	[illegible]
১৩	[illegible] আহমদ চৌধুরী	[illegible]	[illegible]
১৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৭	[illegible] বেগম	01736944637	[illegible]
১৮	রিনা বেগম	[illegible]	রিনা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন , ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ গবেষনা কার্যক্রমের ২৭-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহন মূলক আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের হাজিরা তালিকাঃ

ক্রঃ নঃ	নাম, ঠিকানা,	পেশা ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৯	জুনেদ আহমেদ	০১৭১০৪৩০২৬৬৪ ব্যবসা	[illegible]
২০	পল্লব সেন রাসেল ১৮ নং ওয়ার্ড	01770129234	[illegible]
২১	মোঃ সুলেমান মিয়া	০১৭১২-৫৫১৬৬৩	সুলেমান
২২	গোবিন্দ দাস	০১৭১৩-৭৭৮৪৫২	[illegible]
২৩			
২৪			
২৫			

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট।

বিষয় : গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর প্রতিবেদন।

স্থান : ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

তারিখ : ১১-০৪-২০১৭ইং

সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১১/০৪/২০১৭ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট এ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব ছয়ফুল আমিন বাকের ১৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং উপস্থিত ছিলেন ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সচিব, ওয়ার্ড এর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র প্ল্যানার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) আয়োজনের উদ্দেশ্য ও করণীয় বিষয়ে উপস্থিত সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেন। অতপর: তিনি ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার অনুরোধ করেন। তারপর তিনি অত্র দপ্তরের সহকারী প্ল্যানার জনাব পলাশ কান্তি বিশ্বাস কে মূল অংশ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন।

১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বক্তব্যের পর ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সচিবদের নেতৃত্বে তিনজনের সমন্বয়ে ০১টি করে মোট ০৫টি গ্রুপ গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপ তাদের এলাকার জলাবদ্ধতার কারণ ও সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করেন। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) সভায় গ্রুপভিত্তিক আলোচিত সমস্যাগুলি ও সুপারিশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় জলাবদ্ধতা ও বন্যার সময় বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে যাতায়াতের সমস্যা, পানিবাহিত জীবাণুর আক্রমণ, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা বেশী হয়ে থাকে বলে এলাকাবাসী জানান এবং এলাকার সমস্যাগুলির মধ্যে জলাবদ্ধতা, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ও বন্যার সমস্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় অত্র এলাকায় জলাবদ্ধতার সমস্যার কথা উল্লেখ করে এবং কি কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তার কারণ হিসেবে সরু রাস্তা, খোলা ও সরু ড্রেন ও অপর্যাপ্ত ডাষ্টবিন, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার না করা, ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ও পলিথিন ফেলা, জনপ্রতিনিধি দ্বারা জনসচেতনতা বৃদ্ধি না করা, ডাষ্টবিন ব্যবহার না করা, ছড়া ও খোলা ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা, ড্রেনে স্লাব না থাকা, ড্রেন সংস্কার না করা, খালের গভীরতা বৃদ্ধি ও প্রশস্তকরণ না করা, ছড়া/ড্রেনের ভেতর দিয়ে পানি ও গ্যাসের লাইন স্থাপন করার জন্য এবং পানির গতিপথে ময়লা/আবর্জনা ফেলার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে বছরে প্রায় কতদিন এই জলাবদ্ধতা থাকে সে আলোচনায় এলাকাবাসী জানান যে, বছরে প্রায় ২০-২২ দিন এই জলাবদ্ধতা থাকে। তবে ২০০৪-২০১৪ সাল পর্যন্ত ওয়ার্ডে প্রায় প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশেষ করে যাতায়াত ব্যবস্থা ও পানিবাহিত রোগের সমস্যা বেশী হয়ে থাকে।

কোন কোন এলাকায় বেশী জলাবদ্ধতা দেখা যায় এই আলোচনায় ১৫নং ওয়ার্ড এর সচিব জনাব সুধন আমলিক (সুজন) বলেন, অত্র ওয়ার্ডের যতরপুর, বারুতখানা, চালিবন্দর এবং সোবানীঘাট এলাকায় বেশী জলাবদ্ধতা হয়, ১৬নং ওয়ার্ড সচিব জনাব আলমগীর হোসেন জানান যে, ১৬নং ওয়ার্ডের তাঁতীপাড়া, হাওয়াপাড়া, সওদাগরটুলা, কান্দাউরা, এলাকায় বেশী জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা। আর এ সকল এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণ হিসেবে সরু ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ড্রেন ও ছড়ার গভীরতা কম, ময়লা আবর্জনা ড্রেন ও ছড়ায় ফেলা, অবৈধভাবে ছড়া ও জলাশয় দখল এবং অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার না হওয়াই এ জলাবদ্ধতার মূল কারণ।

জলাবদ্ধতার সময় অত্র এলাকায় খাবার পানির সমস্যা হয় কিনা এ সম্পর্কে গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় জানা যায় যে, কিছু গভীর নলকূপ রয়েছে, কিছু হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি বিভিন্নভাবে পরিশোধিত করে পান করে থাকেন। তারা আরো অবহিত করেন যে, ড্রেনের ভেতর দিয়ে পানি ও গ্যাসের লাইন থাকায় অনেক সময় পানির পাইপ ছিদ্রের কারণে ময়লা ও গন্ধযুক্ত পানি বের হয়।

অত্র এলাকা কখনো সম্পূর্ণ বন্যাকবলিত হওয়ার প্রসঙ্গে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, কম/বেশি বন্যা প্রতিবছরই হয়ে থাকে, তবে ২০০৪ সালে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড বন্যাকবলিত হয়। এতে করে অধিকাংশ পরিবারের ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, শিল্পখাত, যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের মালামাল ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এপর্যায়ে সিনিয়র প্ল্যানার এলাকাবাসীকে এ সকল সমস্যা মোকাবেলায় সকলকে সচেতন হওয়ার কথা বললে উত্তরে সকল গ্রুপসহ কাউন্সিলর এলাকাবাসীকে এ বিষয়ে সচেতন করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।
উপরোক্ত আলোচনায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড এ বসবাসরত জনগন একসাথে জলাবদ্ধতা নিরসনে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন এগুলো হল :

১. ড্রেনে ময়লা আবর্জনা না ফেলার জন্য জনপ্রতিনিধি বা বিভিন্ন উপায়ে গনসচেতনতা বৃদ্ধি
২. ছড়া খনন ও দখলমুক্ত করা।
৩. ড্রেন সংস্কার ও ড্রেনের উপর স্ল্যাব স্থাপন করা।
৪. ছড়ার দুপাশ দিয়ে গার্ড ওয়াল ও ফুটওয়ে নির্মাণ করা।
৫. পর্যাপ্ত ডাষ্টবিন নির্মাণ করা।
৬. ড্রেন ছড়ার গভীরতা বৃদ্ধি করা।
৭. বর্ষার আগে ড্রেন ও ছড়া ভালভাবে পরিষ্কার করা।
৮. ড্রেনের ভেতর দিয়ে গ্যাস ও পানির লাইন স্থাপন না করা।
৯. সচেতনতা মূলক বিভিন্ন উপকরন বিতরণ করা।
১০. বিল্ডিং কোড মেনে বিল্ডিং তৈরী করা।
১১. জলাশয়, পুকুর ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ করা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ গবেষণা কার্যক্রমের ১১-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এ অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা তালিকাঃ

ক্র: নং	নাম, ঠিকানা	পেশা ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	মো: ইকবাল আহমেদ বাবুল	01711357058 ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর	[illegible]
২	আব্দুর রহমান চৌধুরী	ব্যবসা 01711327407	[illegible]
৩	আব্দুস সামাদ	ব্যবসা 01712-286138	[illegible]
৪	সেলিম আহমদ চৌধুরী	01813035759	Chowdhury
৫	মাহফুজুর রহমান	01911293278 ব্যবসা	[illegible]
৬	[illegible]	01754461833	Asm
৭	মো: আলমগীর হোসেন	01671890231 W/S-16	Alamgir
৮	[illegible]	01711[illegible]	[illegible]
৯	বাচ্চু দাস	01710392055	Bachchu Das

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন , ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ গবেষণা কার্যক্রমের ১১-০৪-২০১৭ তারিখ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এ অংশগ্রহনকারীদের হাজিরা তালিকাঃ

ক্র: নং	নাম, ঠিকানা,	পেশা ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১০	[illegible]		[illegible]
১১	মোঃ কামাল হোসেন	০১৭২৫-৯১২০১৪	[illegible]
১২	সেলিম আহমেদ	০১৭১১১৪৭৭১	[illegible]
১৩	জুনায়েদ আহমদ	01749-499889	[illegible]
১৪	[illegible]	0171147X5355	[illegible]
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			

খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন

ছবি ১০: মতরপুর (১৫নং ওয়ার্ড), কাউন্সিলরের কার্যালয়ের সংলগ্ন খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন (০৬ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১১: মৌবন সোবানীঘাট ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ের রাস্তা সংলগ্ন খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন (০৫ মার্চ ২০১৭)

ছবি : ১২ ফুলতলী, গোয়ালীছড়া (১৫নং ওয়ার্ড)

ছবি ১৩ : নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন (১৪ মার্চ ২০১৭)

ফিল্ড পরিদর্শন সংগৃহীত ড্রেন/ছড়ার উপর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ এবং ময়লার স্তুপ ফেলে ছড়ার গতিপথ রোধ এর চিত্র

ছবি ১৪: সোবহানীঘাট (১৫ নং ওয়ার্ড), ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র, সোবহানীঘাট পয়েন্ট (১৪ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১৫: নয়াসড়ক (১৬ নং ওয়ার্ড), খাল/ছড়া/ড্রেনের উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলার চিত্র (১৪ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১৬: চালিবন্দর (১৫নং ওয়ার্ড), কাঁচাবাজার সংলগ্ন ড্রেন ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র (১৪ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১৭ : ধোপাদিঘীর উত্তরপাড় (১৬নং ওয়ার্ড) খাল/ছড়া/ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ (১৫ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১৮: নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারনে খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র (১৫ মার্চ ২০১৭)

ছবি ১৯ : নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র (১৫ মার্চ ২০১৭)

ছবি ২০: চারাদিঘীরপাড় (১৬ নং ওয়ার্ড) খাল/ছড়া ড্রেনের উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলার চিত্র (১৫ মার্চ ২০১৭)

ছবি ২১: চালিবন্দর (১৫নং ওয়ার্ড) ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র (১৬ মার্চ ২০১৭)

ছবি ২২: ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়ে গবেষণা নিয়ে আলোচনা (৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

ছবি ২৩: ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়ে গবেষণা নিয়ে আলোচনা (১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

ছবি ২৪: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিসে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সাথে গবেষণা নিয়ে আলোচনা (২৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

পরিশিষ্ট "ঘ"

গবেষণার নাম:

Influence of Development in the Natural Drainage System in Sylhet City Corporation

আর্থ-সামাজিক নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা

জরিপ এলাকা সমূহঃ	নমুনা নম্বরঃ .... জরিপ তারিখঃ
গ্রাম/মহল্লার নামঃ..	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষরঃ	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নামঃ........................

ক. খানার অবস্থান ঃ

বাড়ীর নম্বর/দাগ নম্বর/হোল্ডিং নংঃ
রাস্তার নাম/নম্বর ঃ

খ. উত্তরদাতার পরিচিতি ঃ

১. পরিবার প্রধানের নাম ঃ..
২. পরিবারের ধরন ঃ ১. একক ২. যৌথ
৩. ধর্ম ঃ ১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রীষ্টান ৫. অন্যান্য(উ.ক.). . . .
৪. সম্প্রদায় ঃ
৫. পেশা ঃ
৬. পরিবারের আয়ের উৎস ঃ
৭. পরিবারের মাসিক ব্যয় (অনুমেয়)ঃ

গ. খানার জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট ঃ

সদস্য সংখ্যা	খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক	নাম	বয়স	লিঙ্গ	শিক্ষা (বয়স ৬+)	বৈবাহিক অবস্থা	পেশা (বয়স ১২+)	আয়
	২-কোড	৩	৪	৫- কোড	৬-কোড	৭-কোড	৮-কোড	৯
০১								
০২								
০৩								
০৪								
০৫								
০৬								

২- খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক	৫-লিঙ্গ	৬-শিক্ষা	৭-বৈবাহিক অবস্থা	৮-পেশা
১. খানা প্রধান	১. পুরুষ	১. নিরক্ষর	১. অবিবাহিত	১. সরকারী চাকুরী
২. স্ত্রী/স্বামী	২. মহিলা	২. প্রাথমিক	২. বিবাহিত	২. বেসরকারী চাকুরী
৩. পুত্র/কন্যা		৩. নিম্ন-মাধ্যমিক	৩. বিধবা/বিপত্নিক	৩. ব্যবসা
৪. পিতা/মাতা		৪. এস.এস.সি/মাধ্যমিক	৪. তালাক প্রাপ্ত	৪. শ্রমিক
৫. ভাই/বোন		৫. এইচ.এস.সি/সমমান	৫. পৃথক	৫. কৃষি কাজ
৬. ভাতিজা/ভাতিজি		৬. ডিগ্রি/অনার্স		
৭. ভাগ্নে/ভাগ্নি		৭. মাস্টার্স ডিগ্রি ও উর্ধ্বে		
৮. নাতি/নাতনি		৮. টেকনিক্যাল সার্টিফিকেট		
৯. পুত্রবধু/জামাতা		৯. অন্যান্য		
১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				

ঘ. অভিগমন তথ্য ঃ

১. খানা প্রধানের জন্মস্থান কি এই শহর এলাকায় ? হ্যাঁ ? না ?

উত্তর না হলেঃ

(ক) এখানে কতদিন ধরে বসবাস করছেন (সম্ভব হলে সাল) ঃ (খ) পূর্বে কোথায় ছিলেন ?

(গ) অভিগমনের কারন কি?

ঙ. মালিকানার বিবরণঃ

(১) জমির বিবরন ঃ

ক্রম	জমির ধরণ	(১) বসত ভিটা	(২) ইমারতের কাঠামো	(৩) ইমারতের তলা
কোড-১	মালিকানার ধরণ	১. নিজস্ব ২. ভাড়া ৩. বিনা ভাড়ায় বসবাসকরী ৪. একক ৫. যৌথ ৬. পতিত জমিতে বসতি স্থাপন ৭. অন্যান্য	১. পাকা (সম্পূর্ণ কংক্রিট) ২. আধা-পাকা (ইটের ওয়াল, টিনের ছাদ, কংক্রিট বা মাটির মেঝে) ৩. কাঁচা (টিন, কাঠ, বাঁশ, মাটি) ৪. ঝুপরি	১. ১ ম তলা ২. ২ য় তলা ৩. ৩য় তলা ৪. ৪র্থ তলা ৫. ৫ ম তলা ৬. ৬ষ্ঠ তলা
কোড-২	জমির মালিকানা লাভের উৎস	১. উত্তরাধিকার সূত্রে ২. দান সূত্রে ৩. সরকারী বরাদ্দসূত্রে/লীজ ৪. ক্রয় সূত্রে ৫. পতিত জমিতে বসতি স্থাপন ৬. অন্যান্য	৫. পাকা (সম্পূর্ণ কংক্রিট) ৬. আধা-পাকা (ইটের ওয়াল, টিনের ছাদ, কংক্রিট বা মাটির মেঝে) ৭. কাঁচা (টিন, কাঠ, বাঁশ, মাটি) ঝুপরি	১. ১ ম তলা ২. ২ য় তলা ৩. ৩য় তলা ৪. ৪র্থ তলা ৫. ৫ ম তলা ৬. ৬ষ্ঠ তলা

চ. নাগরিক সেবা সমূহ

(১)নাগরিক সার্ভিস সমূহের ধরণ ও অবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	সুবিধা সমূহ	সেবার মান	ক্রমিক নং	সুবিধা সমূহ	সেবার মান
১	জলাবদ্ধতার সময় সরবরাহকৃত পানি		৪	পয়ঃ নিষ্কাশন	
২	জলাবদ্ধতার সময় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা		৫	বর্জ্য নিষ্কাশন	
৩	জলাবদ্ধতা বা বন্যার সময় গ্যাস সরবরাহ		৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

কোডঃ (সেবার মান) ১। ভাল ২। মোটামোটি ৩। খুব খারাপ ৪। সুবিধা নাই।

(২) গৃহস্থালী/রান্নাঘরের বর্জ্য কোথায় ফেলা হয়?

(৩) রন্ধন এবং সুপেয় পানির উৎস (✓ দিন) ঃ

১	পানি উৎস	(১) চাপ কল (২) কূপ (৩) সরবরাহকৃত পানি (৪) বৃষ্টির পানি (৫) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
২	উৎস সমূহের মালিকানা	(১) নিজস্ব (২) প্রতিবেশী (৩) পৌরসভা/সরকারী (৪) বেসরকারী (৫) এনজিও

ছ. প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ ঃ

১. আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতা আছে কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

২. জলাবদ্ধতা বছরের কোন সময়ে হয়?

৩. জলাবদ্ধতা কতদিন স্থায়ী হয়?

৪. জলাবদ্ধতার কারণ ঃ

১. নিচু এলাকা ২. পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই	৩. নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে ৪. বন্যা
৫. ময়লা জমে পানি আটকে থাকে	৬. অন্যান্য(উল্লেখ করুন)

৪(ক). উত্তর ০৩ (তিন) হলে কারনসমূহ কি?

১. খালের উপর বাড়ি নির্মাণ
২. খালে বাঁধ নির্মাণ
৩. খাল ভরাট
৪. প্রাকৃতিকভাবে পানি শুকিয়ে খাল বন্ধ হয়ে যাওয়া
৫. গ্যাস/পানি/বিদ্যুতের লাইন খালের উপর দিয়ে যাওয়া
৬.অতিরিক্ত ময়লার স্তুপ জমার কারণে

৫. জলাবদ্ধতার কারনে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

১. যানবাহন চলাচলের সমস্যা
২. বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি
৩. পানিবাহিত রোগ
৪. ফসলের ক্ষতি
৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৬.আপনার জানামতে আপনার এলাকায় বন্যা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

৭. আপনাদের বসতভিটা বন্যা প্লাবিত হয়েছিল কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে –

সাল	ভিটির নিচে(ফুট)	ভিটি পর্যন্ত(ফুট)	ভিটির উপরে(ফুট)	ক্ষতির পরিমান (টাকায়)

৮. আপনার বাড়ীর আশেপাশে পুকুর/ জলাশয় আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐
৯.আপনার আশেপাশে পুকুর/ জলাশয় ভরাট হয়েছে কি? হ্যাঁ ☐ না ☐
১০.ময়লা ফেলার কারনে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন এর পানি ধারন ক্ষমতা কমে গেছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১১.প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে আপনারা দুর্যোগের সংবাদ কিভাবে পেয়ে থাকেন।
(১)রেডিও (২) টেলিভিশন (৩) লোকমুখে (৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১২.আপনার এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে কি? হ্যাঁ ☐ না ☐
হ্যাঁ হলে কখন : সাল........... মাস..............
কি কি ক্ষতি হয়েছিল:...

ঞ. উন্নয়নশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য আপনার বসতবাড়ী সহ অন্যান্য স্থাপনা যদি সরিয়ে ফেলতে হয় তাহলে আপনি সরকার বা প্রশাসন থেকে বিনিময় কি আশা করেন?

(১.) Zoning এর মাধ্যমে বসবাসের জন্য একটি জায়গা নির্ধারন করে দিতে হবে।
(২.) উপর্যুপরী জমির দাম প্রদান করা।
(৩.) অন্য কোথাও পুনর্বাসন করা।
(৪.) অন্যান্য উল্লেখ করুন।

ঝ. শহরের প্রধান ৫ টি সমস্যা গুরুত্বের ক্রমানুসারে বলুনঃ

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

(৪) ....

(৫) ....

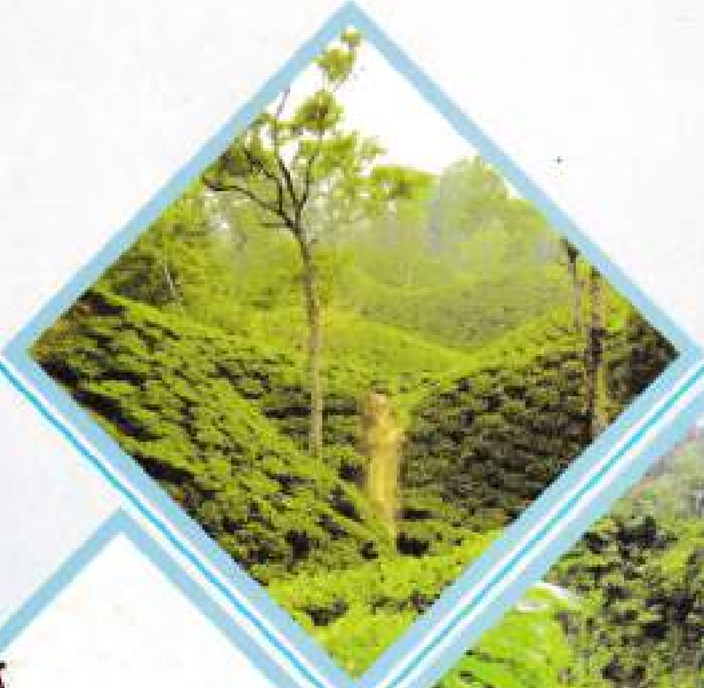

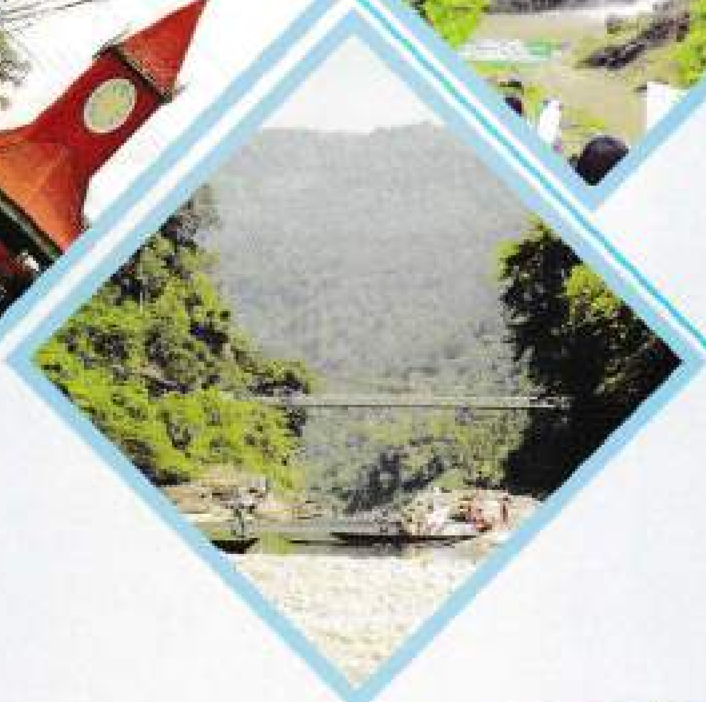

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট